রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, নেতৃত্ব ও সুশাসন (Political Party, Pressure Group, Leadership and Good Governance)

ইউনিট ৮

আদর্শ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। রাজনৈতিক দল ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্বের উপর যে কোন সরকার ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সাথে কার্যকরী নেতৃত্ব আবশ্যকীয়। এই ইউনিটের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে নেতৃত্বের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ঃ রাজনৈতিক দলের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য	পাঠ-৮.৬ঃ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা
পাঠ-৮.২ঃ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি	পাঠ-৮.৭ঃ নেতৃত্বের ধারণা ও প্রকারভেদ
পাঠ-৮.৩ঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা	পাঠ-৮.৮ঃ নেতৃত্বের গুণাবলি
পাঠ-৮.৪ঃ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণা ও বৈশিষ্ট্য	পাঠ-৮.৯ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব
পাঠ-৮.৫ঃ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী	

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৮.১ রাজনৈতিক দলের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য (Concepts and Characteristics of Political Party)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাজনৈতিক দলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাজনৈতিক দল, মতাদর্শ, জাতীয় স্বার্থ, নিয়মতান্ত্রিকতা, জনবিচ্ছিন্ন।

রাজনৈতিক দলের ধারণা

দল ব্যবস্থা বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। কার্যত বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলের সাহায্যেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এই দলীয় রাজনীতির উদ্ভব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। জন ব্লন্ডেল (John Blondel)-এর মতানুসারে দল-ব্যবস্থার আলোচনা এখনও প্রাথমিক পর্যায়েই থেকে গেছে। প্রাচীনকালে গ্রিস ও রোমে বিভিন্ন বংশ ও গোষ্ঠী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গ্রহণ করত। মধ্যযুগে সেই কর্তৃত্ব অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত সম্প্রদায়, বণিক শ্রেণির মত সমসাময়িক প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের হাতে চলে যায়। প্রাচীনকালে গ্রিক নগর রাষ্ট্রে বা রোমের নগর জীবনে অথবা মধ্যযুগে রাজনৈতিক দলের উপযোগিতা অনুভূত হয়নি। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও বিকাশের বিষয়টি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। আধুনিক অর্থে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে। রাণী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে হুইগ (Whig) ও টোরি (Tory) নামক দুইটি দলের সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে দলব্যবস্থা হল গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা মূলত: শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। রাজনৈতিক দল নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তা "Stasiology" নামে পরিচিত। 'Stasis' শব্দের অর্থ বিরোধীতার মনোভাব। এই শব্দটি গ্রিক থেকে ইংরেজি ভাষায় এসেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এসব সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিশেষ সমস্যা সংক্রান্ত কতকগুলো মূল বিষয়ে সম-মতাবলম্বী হয় এবং মতাদর্শের মূলগত ঐক্যের ভিত্তিতে দেশের উন্নতি বিধানের জন্য শাসন পরিচালনার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে তবে সেই সংঘবদ্ধ ব্যক্তিদের সংগঠনটিকে রাজনেতিক দল বলে।

এন্ডমন্ড বার্ক (Edmand Burke) বলেন, "কতকগুলো নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।"

অধ্যাপক আর্নেস্ট বার্কার (Ernest Barker)-এর মতানুসারে, "বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হলেও সকল রাজনৈতিক দলই জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের দ্বারা নির্বাচকমন্ডলীর সমর্থন পেতে সচেষ্ট হয়।"

অধ্যাপক আর এম ম্যাকাইভার (R.M. MacIver) বলেন, নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কোন সংঘবদ্ধ জনসমাজ বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করলে তাকে রাজনৈতিক দল বলে।

অতএব, রাজনৈতিক দল বলতে একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এমন এক দল নাগরিককে বোঝায় যারা সংঘবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য গঠনের জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সরকারি ক্ষমতা অর্জন করার চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক দলের একটি স্থায়ী সংগঠন থাকে এবং এ সংগঠনের মাধ্যমে এটি কাজ করে। একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যবৃন্দ একই মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের জন্য কাজ করে। নিম্নে রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হল –

১। **সমমতাদর্শ ঃ** সমমতাদর্শে অনুপ্রাণিত, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত ব্যক্তিদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। বিস্তারিত কার্যক্রম প্রসঙ্গে কিংবা কর্ম পদ্ধতি দলের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু একটি দল হিসাবে বিরাজ করার জন্য এর সদস্যদের মধ্যে মতাদর্শের মূলগত ঐক্য থাকতে হবে ।

২। **নির্দিষ্ট কর্মসূচি ঃ** প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকে। এই কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক এবং সংবিধানসম্মত পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়।

৩। **জাতীয় স্বার্থ ঃ** রাজনৈতিক দল মাত্রই জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। প্রত্যেক দল সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থ সাধনে আত্মনিয়োগ করে। অন্যথায় তা জনবিচ্ছিন্ন দলে পরিণত হয়।

৪। **আলাপ-আলোচনা ঃ** দেশ ও দেশবাসীর সমসাময়িক সমস্যাদি সম্পর্কে অবিরত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দলমাত্রই নিজ মতাদর্শের অনুকূল জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

৫। **সরকার গঠন ঃ** প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল জনসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করা এবং শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা। এ কারণে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যহীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, কল্যাণমূলক বা অন্য কোন ধরণের সংগঠনকে রাজনৈতিক দল বলা হয় না। জোসেফ শ্যুমপিটার (Joseph Schumpeter) বলেন, "The first and foremost aim of each political party is to prevail over others in order to get into power or to stay in it."

৬। **রাজনৈতিক একক ঃ** রাজনৈতিক দলের সকল সদস্যের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা থাকা আবশ্যক। দলের সদস্যদের কার্যপদ্ধতিতে এমনভাবে সংগঠিত হতে হয়, যাতে করে তারা একটি রাজনৈতিক এককে পরিণত হয়। রাজনৈতিক এককে পরিণত হবার পর তারা দলীয় স্বার্থে কাজ করে থাকে।

৭। **সংঘবদ্ধতা ঃ** দলীয় কর্মীদের একই মনমানসিকতা ও মতাদর্শে সুসংবদ্ধ হতে হয়। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ও কর্মস্পৃহা থাকতে হয়।

৮। **নিয়মতান্ত্রিকতা ঃ** রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য ক্ষমতা গ্রহণ হলেও, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সে পথ হবে নিয়মতান্ত্রিক। নিয়মতান্ত্রিক বা শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিই ক্ষমতা অর্জনের মূলমন্ত্র। একটি গণতান্ত্রিক দল কখনোই রাজনৈতিক দল নীতি-বহির্ভূত পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসতে পারে না। অবৈধ ক্ষমতা দখল বৈধতার সংকট তৈরি করে।

৯। **দল গঠন ঃ** কেবল স্বদেশী নাগরিকগণই রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারেন; বিদেশিগণ পারেন না। মতাদর্শ, জাতি, ধর্ম, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং কর্মপন্থার বিভিন্নতা হেতু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

১০। **দলীয় আদর্শ অনুশীলন ঃ** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যায়। ক্ষমতায় যাওয়ার পথে যে কোন দলকে তার মতাদর্শ বিষয়ে জনগণকে জানাতে হয়। জনগণের সমর্থন পেয়ে ক্ষমতায় যেতে পারলে, একটি রাজনৈতিক দল নিজ মতাদর্শ বাস্তবায়নের বৈধতা পায়।

পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক দল হচ্ছে মতাদর্শ ভিত্তিক সুসংবদ্ধ সংগঠন। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করা। রাজনৈতিক দলকে জনসমর্থন আদায়ের জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরেও, আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি নিজ কর্মসূচিতে সন্নিবেশিত করতে হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাজনৈতিক দলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক দল হল গণতন্ত্রের মূল চালিকা শক্তি। যখন কিছু সংখ্যক মানুষ মতাদর্শগতভাবে একমত পোষণ করে এবং ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে। সংক্ষেপে রাজনৈতিক দল হল একটি জনসমষ্টি যা ক্ষমতা অর্জন করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করে। ব্যাপক অর্থে বলা যায়, রাজনৈতিক দল হল কোন জনসমষ্টি যা রাষ্ট্রের সমস্যাবলি এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করে এবং নির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে জনমতের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Stasis শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
(ক) ল্যাটিন (খ) গ্রীক
(গ) ফরাসি (ঘ) ইংরেজি

২। "কতকগুলো নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়"– উক্তিটি কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর?
(ক) এডমন্ড বার্ক (খ) আর্নেস্ট বার্কার
(গ) ম্যাকাইভার (ঘ) লাসওয়েল

৩। "নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কোন সংঘবদ্ধ জনসমাজ বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করলে তাকে রাজনৈতিক দল বলে।"– কে বলেছেন?
(ক) লাসওয়েল (খ) এডমন্ড বার্ক
(গ) প্লেটো (ঘ) ম্যাকাইভার

৪। রাজনৈতিক দল নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে বলে–
(ক) Astrology (খ) Stasiology
(গ) Geology (ঘ) Sociology

পাঠ-৮.২ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি (Functions of Political Parties)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাজনৈতিক নিয়োগ, দেশপ্রেম, জনমত, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ।

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি

সাধারণ চিন্তাধারায় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলিকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ ও পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি কেবলমাত্র ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যালান বল (Alan Ball) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "রাজনৈতিক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ, সরলীকৃত এবং স্থিতিশীল করা।" নিম্নে রাজনৈতিক দলের নানাবিধ কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল–

১। **রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব সংরক্ষণ ঃ** রাজনৈতিক পদ্ধতির ঐক্যবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ রাজনৈতিক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অধ্যাপক অ্যালান বল (Alan Ball) তাঁর Comparative Politics and Government নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "One of the most important functions of political parties is that of uniting, simplifying and stabilising the political process" রাজনৈতিক দলের কার্যপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংহতি ও স্থায়িত্ব সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

২। **রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ ও সরকার গঠন ঃ** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ এবং সরকার গঠন। ক্ষমতায় এসে নিজের কর্মসূচি ও মতাদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিটি দলই উদ্যোগ গ্রহণ করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশে একাধিক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের লক্ষ্য হল ক্ষমতায় টিকে থাকা। আর বিরোধী দলসমূহ নিজ-নিজ আদর্শের ভিত্তিতে শাসক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়।

৩। **রাজনৈতিক সংযোগ সাধন ঃ** আধুনিক কালের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজনৈতিক সংযোগ সাধন। রাজনৈতিক দল সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে। সরকারের দায়িত্ব ও ভূমিকা এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কে দল জনগণকে অবহিত ও সতর্ক করে। স্ব স্ব মতাদর্শ ও কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল নির্বাচকমন্ডলীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলে। অধ্যাপক অ্যালান বল বলেন, "Political parties provide a link between government and people. They seek to educate, instruct and activate the electorate".

৪। **রাজনৈতিক নিয়োগ ঃ** রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক নিয়োগের একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। রাজনৈতিক নিয়োগ বলতে বোঝায়, কোন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ করানো। রাজনৈতিক দল প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এ নিয়োগের দায়িত্ব বহন করে।

৫। **রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ** রাজনৈতিক কার্যকলাপে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ ও সম্ভাবনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দল জনসাধারণের সামনে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরে। এ সমস্ত রাজনৈতিক বিষয়াদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তার ফলে রাজনৈতিক কাজকর্মে জনসাধারণের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৬। **সমস্যা নির্বাচন ঃ** আধুনিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অসংখ্য সমস্যা বিদ্যমান। অসংখ্য সমস্যাবলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো নির্ধারণ করা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাথমিক কাজ।

৭। **সমস্যা সমাধান ঃ** রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলির ব্যাপারে রাজনৈতিক দল গুলি নিজ-নিজ দলীয় মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে সেসব সমস্যার সমাধানকল্পে নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণ করে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিশ্বাস করে যে, তার অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচি অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

৮। **জনমত গঠন ঃ** নির্ধারিত নীতি ও কর্মসূচির স্বপক্ষে জনমত গঠন করা রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য কাজ। প্রতিটি দল সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা, রেডিও-টিভি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচারকার্য চালিয়ে নিজস্ব নীতি ও কর্মসূচির সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

৯। **প্রার্থী মনোনয়ন ঃ** আধুনিক গণতন্ত্রে প্রতিটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা। এই লক্ষ্যে নির্বাচনের সময় তারা প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং সেসব প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার-কার্য চালায়।

১০। **প্রতিশ্রুতি রক্ষা ঃ** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্র সরকারি ক্ষমতা করায়ত্ব করে নিজ নীতি ও আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন পেলে সেই উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার সুযোগ উপস্থিত হয়। যে দল নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করতে পারে, সেই দল পরবর্তী নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমর্থন লাভ করার সম্ভাবনা থাকে।

১১। **সমন্বয় সাধন ঃ** সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় না হলে শাসন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে না। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলই সহযোগিতার সেতু রচনা করে।

১২। **সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের সাথে জনসাধারণের সংযোগ রক্ষা করে। সরকারি নীতির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রচারকার্য চালিয়ে জনমত গঠন করা রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ।

১৩। **মতৈক্যের ভিত্তি ঃ** রাজনৈতিক দল জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তি প্রস্তুত করে। জনসাধারণের বৃহত্তর আস্থা ছাড়া কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব নয়।

১৪। **জাতীয় স্বার্থ ঃ** রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের মধ্যে জাতীয় স্বার্থের বোধ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলের নানাবিধ কার্যক্রম দ্বারা জাতি, বর্ণ কিংবা ধর্মগত সংকীর্ণতা দূর হয়ে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি বহুমুখী। রাজনৈতিক দলবিহীন আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিচালনা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে নিজ-নিজ নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে চায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাজনৈতিক দলের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রে ক্ষমতা গ্রহন ছাড়াও অন্য কতকগুলো কার্যক্রমের কথা বলেছেন। এসব কার্যক্রমের মধ্যে আছে রাজনৈতিক নিয়োগ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, স্বার্থের সমষ্টিকরণ ও স্বার্থের গ্রন্থিকরণ। আধুনিক যুগে রাজনৈতিক দলের নীতি আদর্শের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু সকল দলের কার্যাবলি প্রায় একই রকম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Comparative Politics and Government' নামক গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) ম্যাকাইভার (খ) হ্যারল্ড লাসওয়েল
(গ) অ্যালান বল (ঘ) আর্নেস্ট বার্কার

২। "Political parties provide a link between government and people" – উক্তিটি কে করেছেন?
(ক) স্যামুয়েল ফাইনার (খ) ম্যাকাইভার
(গ) অ্যালান বল (ঘ) হ্যারল্ড লাসওয়েল

৩। রাজনৈতিক দলের কাজ হল–
(i) সরকার গঠন করা (ii) জনমত গঠন করা
(iii) সমস্যা চিহ্নিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ কোনটি?
(ক) রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ (খ) প্রার্থী মনোনয়ন
(গ) সরকার গঠন (ঘ) সমস্যা নির্বাচন

পাঠ-৮.৩ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা (Role of Opposition Party in a Democratic State)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	গঠনমূলক সমালোচনা, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, জবাবদিহিতা, বিকল্প নীতি, গণতন্ত্র, বিরোধী দল।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা

দল প্রথার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সে দলই শাসনকার্য পরিচালনা করে। নির্বাচনে পরাজিত দল বা দলগুলি আইন সভাতে বিরোধী দলের ভূমিকা নেয়। একটি আদর্শ বিরোধী দল কেবল বিরোধীতার খাতিরেই বিরোধীতা করে না। বরং সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা, ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়া এবং জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন মাফিক সরকারকে পরামর্শ দেয়ার দায়িত্ব পালন করে। নিম্নে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা আলোচনা করা হল ঃ

১। **গঠনমূলক সমালোচনা ঃ** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দল সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকারকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। সরকার বিরোধী দলের সমালোচনার চাপে একক কোন সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। বিরোধী দল সুপরিকল্পিতভাবে সরকারের সমালোচনা করে সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে।

২। **অধিকার বাস্তবায়ন ঃ** জনগণের অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিরোধী দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার যাতে জনগণের অধিকার খর্ব করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পারে সে ব্যাপারে বিরোধী দলকে সচেষ্ট থাকতে হয়।

৩। **গণতন্ত্র রক্ষা ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না। গণতন্ত্র মানেই বিভিন্ন মতামতের সংমিশ্রণ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের সহাবস্থান অবশ্যই থাকতে হয়। শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাবে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে যেতে পারে। জন স্টুয়ার্ট মিল তাই বলেন, "যেখানে বিরোধী দল নেই, সেখানে গণতন্ত্র নেই"।

৪। **বিকল্প নীতি উত্থাপনঃ** বিরোধী দলের অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে সরকারি নীতিমালাগুলো ভালোভাবে যাচাই বাছাই করা। এক্ষেত্রে যদি কোন নীতিমালা জন বান্ধব মনে না হয়, সেক্ষেত্রে বিরোধী দল দেশের স্বার্থে উন্নততর বিকল্প নীতি প্রস্তাব করতে পারে। এর মধ্য দিয়ে বিরোধী দল জনগণের নিকট তাদের অবস্থানও স্পষ্ট করতে পারে।

৫। **সমস্যা চিহ্নিত করা ঃ** রাষ্ট্রে অনেক ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের সমস্যাগুলো সমগ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে বিরোধীদল সরকারের কাছে উপস্থাপন করতে পারে।

৬। **জনমত গঠন ঃ** রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে কোন দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারলে, সেগুলো ব্যবহার করে বিরোধী দল নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করতে পারে। বিরোধী দল যদি তাদের যুক্তির স্বপক্ষে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে পারে তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে তাদের ক্ষমতায় আসার পথ সুগম হয়।

৭। **প্রার্থী মনোনয়ন ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে থাকে। আর এ ক্ষমতা হস্তান্তরের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হল সাধারণ নির্বাচন। তাই নির্বাচনের সময় বিরোধী দল নিজ-আদর্শ সংশ্লিষ্ট প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারকার্য চালায়।

৮। **পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য বিরোধী দলকে ভূমিকা রাখতে হয়। এক্ষেত্রে সরকারি দলের সাথে সার্বক্ষনিক বৈরিতার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার পরিবর্তে যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা ও প্রয়োজন মাফিক সমর্থন দান করাটাও বিরোধী দলের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

৯। **রাজনৈতিক সংযোগ সাধন ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অন্যতম কাজ হল রাজনৈতিক সংযোগ সাধন। বিরোধী দল জনগনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বা মতামতকে সরকারের নিকট পেশ করে থাকে। এভাবে বিরোধী দলের সাথে জনগণের সংযোগ সাধন হয়ে থাকে।

১০। **রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ঃ** রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিরোধী দল তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জনগণকে রাজনীতির সাথে একত্রীকরণ, মূল্যবান ভোট সম্পর্কে সচেতন করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধী দল কাজ করে থাকে। আর এভাবেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সৃষ্টি হয়।

১১। **জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ঃ** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভা তাদের কার্যের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। মন্ত্রিসভার যেকোন সিদ্ধান্ত বা নীতি সম্পর্কে বিরোধীদলের সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। মন্ত্রীগণ তার জবাব দিতে বাধ্য থাকেন। যে কোন আপত্তিকর সিদ্ধান্ত বা নীতির বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় সদস্যরা অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য বিরোধী দল অতি আবশ্যক। কোন রাষ্ট্রে যদি শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকে, তাহলে সে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে পরিণত হবার আশঙ্কা থাকে। সরকারকে সর্বদা বিরোধী দলের দাবির প্রতি সহনশীল হতে হবে। আবার বিরোধী দল অহেতুক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি না করার ব্যাপারে সর্তক থাকবে। বস্তুতঃ বিরোধী দল ছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থাই অচল হয়ে পড়ে। এসব কারণে, সার্বিক গুরুত্ব বিবেচনা করে, ব্রিটেনে বিরোধী দলকে মহামান্য রাজা-রাণীর বিরোধী দল বলা হয়ে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল গুরুত্বপূর্ণ কেন?

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারা সরকার গঠন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। বাকি দলগুলো বিরোধী দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য বিরোধী দল অপরিহার্য। কোন রাষ্ট্রে যদি শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকে তাহলে সে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে পরিণত হবার সমূহ আশঙ্কা থাকে। গণতন্ত্র রক্ষায় বিরোধীদলের বিকল্প নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিকল্প নীতি উত্থাপন কে করতে পারে ?
(ক) সরকারি দল (খ) বিরোধী দল
(গ) সামরিক বাহিনী (ঘ) সচিবালয়

২। রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ?
(ক) পরস্পর বিরোধী (খ) ঘনিষ্ঠ
(গ) বৈরী (ঘ) কোন সম্পর্ক নেই

৩। বিরোধী দলের কাজ হল–
(i) গঠনমূলক সমালোচনা করা (ii) সরকার গঠন করা
(iii) গণতন্ত্র রক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

৪। গণতন্ত্রে বিরোধী দল গঠনমূলক সমালোচনা করে কেন?
(i) জনমত গঠনের জন্য
(ii) নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য
(iii) ভয়-ভীতির কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৪ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণা ও বৈশিষ্ট্য (Concepts and Characteristics of Pressure Group)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, চাপ প্রয়োগ, সমজাতীয় মনোভাব, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণা

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সম্পর্কিত আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অত্যন্ত প্রভাবশালী অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক দলের মত সরকারি ক্ষমতা দখল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য নয়। কিন্তু সরকারি নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে এই গোষ্ঠীগুলো কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। প্রভাব বিস্তার বা চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলো সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে আনার বিষয়ে সচেষ্ট থাকে। বিশেষ স্বার্থযুক্ত এই গোষ্ঠীসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্য দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের বিভিন্ন রকম সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, বৃত্তিগত প্রভৃতি স্বার্থকে কেন্দ্র করে এই গোষ্ঠীসমূহের সৃষ্টি হয়।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর নামকরণ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে কিছু সমস্যা আছে। অনেকে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure group), স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Interest group), লবি (Lobby), মনোভাব কেন্দ্রিক গোষ্ঠী (Attitude group) এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে (Political group) সমার্থক শব্দরূপে গণ্য করেন। এর ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

অ্যালেন পটার চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পরিবর্তে 'সংগঠিত গোষ্ঠী' (Organized group) শব্দ দু'টি ব্যবহারের পক্ষে। কারণ এ ধারণার মাধ্যমে গোষ্ঠীর সংগঠনের ব্যাপকতাকে আরো যথার্থভাবে অনুধাবন করা সম্ভব।

অ্যালান বলের মতে, "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যগণ 'অংশীদারী মনোভাবের' দ্বারা আবদ্ধ।"

এইচ জিগলার এর মতে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তি সমষ্টি যার সদস্যগণ সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগে অংশগ্রহণ করে না। বরং তাদের লক্ষ্য হল সরকারি সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করা।

অ্যালমন্ড গ্যাব্রিয়েল ও জি পাওয়েল বলেন, "স্বার্থগোষ্ঠী বলতে আমরা নির্দিষ্ট স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ অথবা সুযোগ-সুবিধা দ্বারা সংযুক্ত এমন এক ব্যক্তিসমষ্টিকে বুঝি যারা এরূপ বন্ধন সম্পর্কে সচেতন।"

সংক্ষেপে বলতে গেলে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হল এমন এক দল ব্যক্তির সমষ্টি। যারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং নিজেদের লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের স্বার্থগত ইস্যুগুলোতে একই রকম মনোভাব পোষণ করে। এই গোষ্ঠী নানাবিধ চাপ প্রয়োগ ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করে। নিম্নে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলঃ

১। **দলীয় সংগঠনবিহীন ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এদের কোন দলীয় সংগঠন নেই। এদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ নয়। সরকারের উপরে চাপ প্রয়োগ করে নিজেদের স্বার্থ বা দাবি আদায় করা হচ্ছে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য।

২। **দলীয় কর্মসূচিবিহীন ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কোন রাজনৈতিক দল নয় বিধায় এদের কোন দলীয় কর্মসূচিও নেই। এটি নির্দলীয় সংগঠন। এরা শুধু গোষ্ঠীর স্বার্থ পূরণের জন্য চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে।

৩। **নির্বাচনে প্রার্থী না দেওয়া ঃ** চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নির্বাচনে প্রার্থী দেয় না এবং নির্বাচনে কোন প্রার্থীর পক্ষে সরাসরি প্রচারণা চালায় না। তবে অনেক সময় তাদের পছন্দের প্রার্থীকে অর্থ কিংবা জনবল দিয়ে সহযোগিতা করে থাকে। এছাড়াও কোন কোন দেশে চাপসৃষ্টিকারী কোন কোন গোষ্ঠীকে পছন্দের দলের পক্ষে প্রকাশ্য অবস্থান নিতে দেখা যায়।

৪। **সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করা ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যরা গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে সরকারের কোন পদে অধিষ্ঠিত হতে চায় না। বরং নানাভাবে সরকারি নীতিকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য প্রচেষ্টা চালায়।

৫। **সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত নয় ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। তবে পরোক্ষভাবে রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের সাথে তাদের যোগাযোগ থাকতে পারে। আর এ যোগাযোগের ভিত্তিতে তারা প্রভাব বিস্তার করে।

৬। **সমজাতীয় মনোভাব ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যরা সাধারণত সমজাতীয় মনোভাব সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর এ সমজাতীয় মনোভাবের মূলে রয়েছে তাদের স্বার্থ। কেননা সমজাতীয় মনোভাব সম্পন্ন না হলে তাদের স্বার্থ হাসিলে ব্যর্থ হয়।

৭। **বেসরকারি সংগঠন ঃ** চাপসৃষ্টিকারী দলের সদস্যগণ বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি বিশেষ। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক সরকারি স্বীকৃতিও সাধারণত থাকে না।

পরিশেষে বলা যায়, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সরাসরি না থাকলেও, মূলত রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততার মাধ্যমেই তারা দাবি বা স্বার্থ হাসিল করে থাকে। এভাবে দেখলে রাজনৈতিক দল না হলেও, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের কয়েকটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন এক জনসমষ্টি যারা সমজাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। ক্ষমতা দখল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য নয় বরং নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করাই এর উদ্দেশ্য। সরকারি নীতি নির্ধারণে চাপ প্রয়োগ করে গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষা করাই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পরিবর্তে 'সংগঠিত গোষ্ঠী' শব্দ দু'টি ব্যবহারের পক্ষে কে?
(ক) এইচ জিগলার (খ) অ্যালেন পটার
(গ) আর্থার বেন্টলে (ঘ) হ্যারি ট্রুম্যান

২। "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যগণ 'অংশীদারী মনোভাবের' দ্বারা আবদ্ধ।"– কার উক্তি?
(ক) অ্যালেন পটার (খ) হ্যারি ট্রুম্যান
(গ) অ্যালান বল (ঘ) জন পিয়ার্স

৩। "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তি সমষ্টি যার সদস্যগণ সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগে অংশ গ্রহণ করেন না। তাদের লক্ষ্য হল সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা"– মন্তব্যটি কে করেছেন?
(ক) জন পিয়ার্স (খ) অ্যালেন পটার
(গ) স্যামুয়েল জি.হান্টিংটন (ঘ) এইচ জিগলার

৪। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নয়–
(i) সরকারি ক্ষমতা অর্জন
(ii) সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা
(iii) নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৫ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Political Parties and Pressure Groups)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য বলতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাজনৈতিক সংস্কৃতি, গণসংযোগ, তথ্য সরবরাহ, সংহতি, জনসমর্থন, মতাদর্শ, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী উভয়েই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। এ সম্পর্কে আলোচনা ব্যতীত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকরূপে রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। তবে সংগঠন, সদস্য সংখ্যা, সাংগঠনিক নীতি ও শৃঙ্খলা, কার্য-পরিচালনা পদ্ধতি, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের বিচারে রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্যই বেশি লক্ষ্যণীয়।

সাদৃশ্য ঃ রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উভয়েই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নির্ধারক। উভয়েই রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের দাবি ও মনোভাব ব্যক্ত করে। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী উভয়ই স্বার্থের সংহতি সাধনের সাথে জড়িত। উভয়েই রাজনৈতিক নিয়োগ বা রাজনৈতিক ভূমিকায় নাগরিকদের অবতীর্ণ করানোর দায়িত্ব বহন করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারা উভয়ের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ বা পরিবর্তন, গণ-সংযোগ সাধন, তথ্য সরবরাহ, জনমত গঠন, সরকারের সমালোচনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যক্রমে সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে। তবে এই দুইয়ের কার্যক্রমের মাত্রা ও গভীরতার মধ্যে পার্থক্য আছে। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কর্মকান্ড আঞ্চলিক অথবা জাতীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে।

পার্থক্য/বৈসাদৃশ্য ঃ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অধ্যাপক অ্যালেন বল, অধ্যাপক নিউম্যান প্রমুখ আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেছেন। উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল–

১। **লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ঃ** সাধারণত বহুমুখী ও ব্যাপক সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। বহু ও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত থাকে। রাজনৈতিক দলের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল বৃহত্তম জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ সাধন। রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত। কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সামনে বৃহত্তম জাতীয় কল্যাণ সাধনের কোন মহান উদ্দেশ্য থাকে না। সংকীর্ণ ও সমজাতীয় বিশেষ গোষ্ঠীগত স্বার্থকে কেন্দ্র করে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উৎপত্তি।

২। **উৎপত্তিগত ক্ষেত্রে ঃ** সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে। এই মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় নীতি ও ব্যাপক কর্মসূচি রচিত হয় এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উৎপত্তির ভিত্তিতে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। কোন

রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অঙ্গীকার থাকে না। এ সমস্ত গোষ্ঠীর অঙ্গীকার থাকে গোষ্ঠীগত স্বার্থ বা কল্যাণের প্রতি।

৩। **সংহতির প্রশ্নে ঃ** একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক থাকতে পারে। তার ফলে দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংহতির প্রশ্ন বড় করে দেখা দেয়। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংহতির সমস্যা বড় একটা দেখা দেয় না। কারণ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা রাজনৈতিক দলের তুলনায় সাধারণত কম হয় এবং অভিন্ন স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্ঠীর সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকে।

৪। **সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় রাজনৈতিক দল অনেক বেশি সংগঠিত ও কাঠামোবদ্ধ। অভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দলীয় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে দলীয় সংহতি বজায় রাখার ব্যবস্থা হয়। সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল। দলীয় কর্মসূচির প্রতি অঙ্গীকার ও আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ প্রদান করা হয়। অপরদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী মানুষ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারে।

৫। **উদ্দেশ্যগত পার্থক্য ঃ** রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য বহুমুখী ও ব্যাপক হলেও, রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে দলীয় নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করাই হল দলের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দল দলীয় সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে, দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন করে, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে সরকার গঠন ও পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করাই হল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য।

৬। **কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে ঃ** রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতি প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। রাজনৈতিক দলগুলো জনসমর্থন অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বক্তব্য ও কর্মসূচি সরাসরি জনগণের কাছে পেশ করে। এ কারণে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণ সহজেই অবহিত হতে পারে। পক্ষান্তরে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কর্মকান্ড পরোক্ষভাবে এবং কখনো-কখনো গোপনে সম্পাদিত হয়। জনসাধারণের সমর্থন অর্জনের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আগ্রহ বা উদ্যোগ বড় একটা দেখা যায় না।

৭। **সমঝোতার ক্ষেত্রে ঃ** প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সমমনোভাবাপন্ন দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক জোট নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এ ধরনের সমঝোতা খুব একটা দেখা যায় না।

৮। **নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ঃ** প্রতিটি রাজনৈতিক দল দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরাসরি অবতীর্ণ হয়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য লক্ষ্য হল ক্ষমতা দখল করা। কিন্তু চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না। তবে এই চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো নিজস্ব স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দল বা প্রার্থীকে সমর্থন এবং তার পক্ষে প্রচারণা চালাতে পারে।

৯। **সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঃ** কর্মপদ্ধতির প্রকৃতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য দৃশ্যমান। অভিন্ন গোষ্ঠী-স্বার্থের জন্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী যে কোন বিষয়ে সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত থাকে বিধায় একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুব সহজে সম্ভব হয় না।

১০। **অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ বক্তব্য প্রযোজ্য নয়। সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব খুব একটা দৃশ্যমান হয় না।

১১। **মতাদর্শের পার্থক্য ঃ** রাজনৈতিক দল ব্যাপক মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। মতাদর্শগত অঙ্গীকার পূরণের জন্য রাজনৈতিক নানাবিধ কর্মসূচি প্রণয়ন করে। কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অঙ্গীকার সাধারণত স্বার্থের প্রতি, রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি নয়। তবে

রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক মতাদর্শকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন। লক্ষ্য পূরণের জন্য রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ থাকে সদস্য নিয়োগ, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিচালনা, সরকারের কর্মসূচি নির্ধারণ ও প্রয়োগ। পক্ষান্তরে, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য হল সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক দল হল একই মতাদর্শের অনুসারী একটি জনসমষ্টি যারা নিজেদের আদর্শে জনগণকে প্রভাবিত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালায়। ক্ষমতা লাভের পর রাজনৈতিক দল দেশের সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো নিজেদের কর্মসূচিতে সন্নিবেশিত করে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা চালায়। অন্যদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন এক জনসমষ্টি যারা সমজাতীয় স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাজনৈতিক দল কিসের ভিত্তিতে কর্মসূচি প্রণয়ন করে?
(ক) দলীয় মতাদর্শ (খ) ব্যক্তিস্বার্থ
(গ) সরকারি নীতি (ঘ) আন্তর্জাতিক চাপ

২। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য কোনটি?
(ক) গোষ্ঠী স্বার্থ সংরক্ষণ (খ) দল গঠন
(গ) সরকার গঠন (ঘ) দেশের উন্নয়ন

৩। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী –
(ক) সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে;
(খ) সরকারি ক্ষমতা দখল করে;
(গ) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে

৪। জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে কোনটি?
(ক) আমলাতন্ত্র (খ) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
(গ) এলিট শ্রেণি (ঘ) রাজনৈতিক দল

পাঠ-৮.৬ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা (Role of Pressure Groups)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনসংযোগ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, রাজনৈতিক নিয়োগ, জনস্বার্থ, রাজনৈতিক প্রচার

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আলোচনা ব্যতীত আধুনিক গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। নিম্নে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা আলোচনা করা হল ঃ

১। **স্বার্থের সংহতি সাধন ঃ** প্রতিটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থের সংহতি সাধনের জন্য যে সব ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে চাপসৃষ্টিকারী দল অন্যতম। সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষের স্বার্থ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

২। **জনসংযোগ ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য সংযোগ সাধনের উদ্যোগ ত্যাগ করতে পারে না। সরকারের নীতির সাথে অনেক সময়েই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থ ছাড়াও ব্যাপক জনস্বার্থ জড়িত থাকে। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গণসংযোগের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকটে নিজেদের দাবির যৌক্তিকতা এবং সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির সমালোচনা করে।

৩। **তথ্য প্রদান ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সংবাদ এবং তথ্য সংগ্রহের অন্যতম উৎস। সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য আইনসভার সদস্য, আমলা, সাধারণ মানুষ এবং প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়েও এ গোষ্ঠী তথ্য সরবরাহ করে। আইনসভার সদস্যদের মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা করে। পুস্তিকা প্রকাশ, জনসভা, সংবাদপত্রে সরব প্রচারসহ নানান মাধ্যমে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নিজেদের বক্তব্য পেশ করে।

৪। **রাজনৈতিক প্রচার ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক প্রচারকার্য পরিচালনার একটি সংগঠিত মাধ্যম। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীই কোন বা কোন ভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিত থাকে। নির্বাচনী রাজনীতিতে কোন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীই স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে না। সরকার গঠন তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের মূল লক্ষ্য সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করা। নির্বাচনী রাজনীতিতে বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। অনেক সময় রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠীর কার্যকলাপ এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে, তাদের ভূমিকার পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

৫। **সামাজিকীকরণ ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ন্যায় অনেক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচারকার্য পরিচালনা করে। এভাবেই তারা জনগণের মধ্যে সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

৬। **সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রশাসনের দক্ষতা বজায় রাখতে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণে সাহায্য করে। এ গোষ্ঠী সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালায়। এর ফলে সরকার নিজের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকে। গোষ্ঠীর চাপের ফলে আমলাতন্ত্রের উদাসীন্য এবং নিস্পৃহতা দূর করা সম্ভব হয়। নিজেদের বক্তব্য রাজনৈতিক দলের ন্যায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট পেশ করে।

৭। **সরকারের উপদেষ্টা ঃ** চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারের উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে সরকার বিশেষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন এবং ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে।

৮। **রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও পরিবর্তন ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ অথবা পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করে। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার দ্বারা অনেক সময়ই প্রভাবিত হয়। রাজনৈতিক দলের মত বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যেও সুস্পষ্ট মনোভাব, অনুভূতি এবং সংবেদনশীলতা থাকে। এসবের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ অথবা পরিবর্তনের আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ করে।

৯। **আইন ও নীতির উৎস ঃ** চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ কখনো-কখনো আইন এবং সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তের উৎসে পরিণত হয়। বিদ্যমান আইন ও নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ অনেক সময় সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে। আইনসভার সদস্যদের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ, সরকারের নিকট সরাসরি বক্তব্য উপস্থাপন, জনসভা, বিক্ষোভ, সমাবেশ অথবা ধর্মঘটের মাধ্যমে গোষ্ঠীসমূহ তাদের স্বার্থের প্রতিকূল আইন ও নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। গোষ্ঠী স্বার্থের বাইরে এসে, রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

সার-সংক্ষেপ

চাপসৃষ্টিকারী দল কোন রাজনৈতিক সংগঠন নয়। তবুও আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী দলের ভূমিকা অপরিহার্য। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করাই হল চাপ সৃষ্টিকারী দলের প্রধান কাজ। মূলত: গোষ্ঠী স্বার্থ আদায়ে কাজ করলেও, কোন কোন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে কখনো কখনো বৃহত্তর জনকল্যাণমূলক বা জাতীয় স্বার্থে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। 'স্বার্থ একত্রীকরণকারী' বলা হয় কাকে?
(ক) রাজনৈতিক দল (খ) জনগণ
(গ) সরকার (ঘ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

২। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য কি ?
(ক) ক্ষমতা দখল (খ) বিদেশী স্বার্থ রক্ষা
(গ) ব্যবসা করা (ঘ) কোনটি নয়

৩। কারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে কিন্তু সরকার গঠনে সচেষ্ট নয়?
(ক) সাধারণ জনগণ (খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
(গ) রাজনৈতিক দল (ঘ) বিরোধী দল

৪। রাজনৈতিক দলকে পরামর্শ দিয়ে প্রভাবিত করে কে?
(ক) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (খ) সাধারণ জনগণ
(গ) নির্বাচকমন্ডলী (ঘ) নির্বাচন কমিশন

পাঠ-৮.৭ নেতৃত্বের ধারণা ও প্রকারভেদ (Concepts and Classification of Leadership)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নেতৃত্বের ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- নেতৃত্বের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নেতৃত্ব, সুশাসন, কার্যনির্বাহ, সম্মোহনী নেতৃত্ব, প্রতীকধর্মী, সর্বাত্মকবাদী, বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব।

নেতৃত্বের ধারণা

নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Leadership' শব্দটি ইংরেজি 'Lead' থেকে এসেছে। 'Lead' শব্দের বাংলা অর্থ হল পরিচালনা করা, পথ দেখানো এবং নির্দেশ প্রদান করা। সুতরাং যিনি নির্দেশ প্রদান করেন, পথ দেখান এবং সামনে থেকে পরিচালনা করেন তাকে নেতা (Leader) বলে। আর নেতার গুণাবলিকে বা যোগ্যতাকে বলা হয় নেতৃত্ব।

সুতরাং 'নেতৃত্ব' বলতে সাধারণত নেতার গুণাবলিকে বুঝায়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'নেতৃত্ব' শব্দটি এত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কোন ব্যক্তি বা কোন দলের নেতা কতখানি গুণের অধিকারী এবং তা অন্যদেরকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, তার নিরীখেই নেতৃত্বের পরিমাপ হয়। নেতৃত্ব হচ্ছে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক গুণ। সমাজ তথা রাষ্ট্রকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। সুসংহত, পরিলক্ষিত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ হয়। একজন ব্যক্তির কার্যনির্বাহ বা আদেশ-নির্দেশ প্রদান ও প্রয়োগের ক্ষমতাই নেতৃত্ব। সুযোগ্য নেতৃত্বের বদৌলতে কোন দেশ উন্নয়নের চরম শিখরে আরোহন করতে পারে।

এইচ. ও ডানেল (H.O. Dunel) এর মতে, "সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে সহযোগী হতে উদ্বুদ্ধ ও উদ্যোগী করার কাজকেই নেতৃত্ব বলে।"

ডব্লিউ গোল্ডনার (W. Gouldner) বলেন, "নেতৃত্ব ব্যক্তি বা দলের সেই নৈতিক গুণাবলি যা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশেষ দিকে ধাবিত করে"।

কিম্বল ইয়ং (Kimbal Young) এর মতে, "নেতৃত্ব হল ব্যক্তির সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।"

সুতরাং নেতৃত্ব হল একটি শক্তিশালী কৌশল বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নেতা অন্যের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে।

নেতৃত্বের প্রকারভেদ

নেতৃত্ব বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে কয়েক প্রকার নেতৃত্বের কার্যকারিতা তুলে ধরেছেন।

১। **সম্মোহনী নেতৃত্ব ঃ** জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার সর্বপ্রথম সম্মোহনী নেতৃত্বের ধারণা দেন। কোন বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা, কর্মপদ্ধতি ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবল স্পর্শে রাষ্ট্রের নাগরিকদের তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয় তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলে। জনগণ সম্মোহনী নেতৃত্বের কর্মকান্ডে আপ্লুত, বিমুগ্ধ ও অন্ধ অনুকরণে অনুপ্রাণিত হয়। জনগণের বিশ্বাস অর্জন করে তাদের মনের মণিকোঠায় পৌঁছে যায় সম্মোহনী নেতৃত্ব। সম্মোহনী নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে এমন কি স্বাধীনতা অর্জনে অদম্য ভূমিকা রাখেন। সম্মোহনী নেতৃত্বের অধিকারী হলেন ব্রিটিশ ভারতের মহাত্মা গান্ধী, বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ।

২। **বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব ঃ** যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ জ্ঞান, উচ্চতর শিক্ষা ও দক্ষতার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করে কোন সংঘ বা সংগঠনে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তখন ঐ ব্যক্তির এরূপ গুণকে বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব বলে। কবি, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, শিল্পী, অধ্যাপকদের মধ্যে থেকে বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব আসতে পারে।

৩। **রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঃ** রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোন রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে থাকে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে সংগঠিত করার কাজে সাফল্য লাভ করে কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে উঠেন। ব্রিটিশ ভারতের মহাত্মা গান্ধী, অবিভক্ত বঙ্গে এ কে ফজলুল হক, বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ প্রমুখ ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৪। **প্রশাসনিক নেতৃত্ব ঃ** প্রশাসনের সাথে যে সকল ব্যক্তিবর্গ নিয়োজিত তাদের কোন প্রশাসনের বিশেষ যোগ্যতা, সাফল্য, দক্ষতা ও অন্যান্য গুণাবলির ফলে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকে প্রশাসনিক নেতৃত্ব বলে।

৫। **গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঃ** যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের অথবা সংগঠনের সদস্যদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে। একজন গণতান্ত্রিক নেতা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ বন্টন করেন।

৬। **তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব ঃ** একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। একক শাসক হিসেবে নেতা সকল কার্য পরিচালনা করেন। সংগঠনের কাজে তার মতামতই প্রাধান্য পায়; জনগণের মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ থাকে না।

৭। **সমাজ সংস্কারক নেতৃত্ব ঃ** সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থার কোন বিশেষ দিক সংস্কারের জন্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করা সমাজ সংস্কারকের অন্যতম প্রধান কাজ। যেমন, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, বেগম রোকেয়া, কাজী আব্দুল ওদুদ, সুফিয়া কামাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারক হিসেবে নন্দিত।

৮। **প্রতীকধর্মী নেতৃত্ব ঃ** যে নেতা তার দেশ ও জাতির প্রকৃত ক্ষমতাশালী না হয়েও, মর্যাদার প্রতীক হিসেবে নেতৃত্ব দান করেন তাকে প্রতীকধর্মী নেতৃত্ব বলে। যেমন, ব্রিটেনের রাজা বা রাণী, থাইল্যান্ডের রাজা প্রমুখ।

৯। **সর্বাত্মকবাদী নেতৃত্ব ঃ** সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ ধরণের নেতৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ ধরণের নেতৃত্ব ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সবকিছু নেতা নিয়ন্ত্রণ করে। এ ধরনের রাষ্ট্রে সংবিধানের জায়গায় নেতার ইচ্ছাই সর্বোচ্চ আইন হয়ে উঠে।

১০। **বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব ঃ** চিন্তা ও সৃজনশীল জগতে আলোড়ন ও প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞান, মেধা ও লেখনীর মাধ্যমে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন। যেমন, প্লেটো, কার্ল মার্কস, জাঁ জ্যাক রুশো প্রমুখ।

পরিশেষে বলা যায়, নেতৃত্বের প্রকারভেদে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও এর মূল লক্ষ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	নেতৃত্বের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

নেতৃত্ব হল কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির সেই সব গুণাবলি যা সমাজ বা রাষ্ট্রের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে অন্যদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে। যোগ্য নেতৃত্বের কারণে একটি দেশ যেমন সফলতার শীর্ষে আরোহণ করতে পারে, তেমনি অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে কোন রাষ্ট্রে অধঃপতন নেমে আসতে পারে। নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে, যেমন– রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সম্মোহনী নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, সমাজ সংস্কারক নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'নেতৃত্ব' হচ্ছে নেতার–
(ক) সামাজিক ও রাজনৈতিক গুণ (খ) অর্থনৈতিক গুণ
(গ) নৈতিক গুণ (ঘ) ধৈর্য গুণ

২। নেতৃত্ব হচ্ছে ব্যক্তির সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কে বলেছেন?
(ক) বার্নাড (খ) ডানেল
(গ) মিলেট (ঘ) ইয়ং

৩। সম্মোহনী নেতৃত্বের অধিকারী হলেন–
(i) মহাত্মা গান্ধী (ii) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(iii) জর্জ বুশ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য নেতার কোন গুণটি থাকা আবশ্যক?
(ক) প্রজ্ঞা (খ) সততা
(গ) দূরদৃষ্টি (ঘ) সব কয়টি

পাঠ-৮.৮ নেতৃত্বের গুণাবলি (Qualities of Leadership)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বুদ্ধিমত্তা, উত্তম শ্রোতা, ন্যায়পরায়ণতা, দেশপ্রেম, ধৈর্য্য, দূরদৃষ্টি।

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি

মার্ক মিলার মনে করেন, "আত্মসংযম, সাধারণ জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা, সৎ সাহস, বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রভৃতি একজন যোগ্য নেতার গুণাবলি।"

অধ্যাপক মিশেলস বলেন, "নেতৃত্ব হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি, বিস্তৃত জ্ঞান, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা।" দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, "নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হল আত্মবিশ্বাস, সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা।" নিম্নে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি উল্লেখ করা হল।

১। **আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ঃ** নেতাকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া উচিত। চারিত্রিক দৃঢ়তা, মাধুর্য, তেজস্বিতা, নমনীয়তা, বাগ্মীতা প্রভৃতি গুণের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয়। ব্যক্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে।

২। **বুদ্ধিমত্তা ঃ** বুদ্ধিমত্তা নেতার আবশ্যকীয় গুণ। নেতা তার তীক্ষ্ণ বোধশক্তি দিয়ে সমস্যা সমাধান করে জনগণের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। নির্বোধ ও বুদ্ধিমত্তাহীন ব্যক্তি ভালো নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

৩। **শিক্ষা ঃ** শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা বৃদ্ধি করে। যার জন্য নেতাকে নিজস্ব বিষয়ে শিক্ষা ও প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। তাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়ে সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি জনগণের ভালো নেতা হতে পারেন না।

৪। **মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা ঃ** মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা ব্যতীত কোন ব্যক্তি নেতা হতে পারেন না। নেতাকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। সুস্বাস্থ্য ছাড়া নেতা কঠিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। নেতার কর্ম দক্ষতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা নির্ভর করে তার মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার উপর।

৫। **অভিজ্ঞতা ঃ** যিনি যে বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করবেন তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে। অভিজ্ঞতা ব্যতীত যে কোন কর্ম পরিকল্পনা পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন করা কষ্টসাধ্য। কেননা নেতার কর্ম কল্পনার উপর দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে।

৬। **বাগ্মিতা ও উত্তম শ্রোতা ঃ** বাগ্মিতা নেতার অন্যতম গুণ। নেতা ভালো বক্তৃতা দানে সক্ষম হলে শ্রোতারা তার কথা আগ্রহের সাথে শ্রবণ করেন। বাগ্মি নেতা জনগণের মন জয় করে নিতে পারেন। ভালো বক্তৃতাদানের সাথে একজন নেতাকে জনগণের কথা মনযোগের সাথে শুনতে হবে এবং সেরকম পদক্ষে গ্রহণ করতে হবে।

৭। **দূরদৃষ্টি ঃ** দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন নেতা ভবিষ্যতের সমস্যার ব্যাপারে আগে থেকে ধারণা করায় সক্ষম থাকেন। ভবিষ্যতের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের ব্যাপারে তিনি চিন্তা করতে পারেন। এমন গুনাবলি সম্পন্ন নেতা যে কোন রাষ্ট্র বা সমাজের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

৮। **ধৈর্য ও সহনশীলতা ঃ** নেতাকে অবশ্যই ধৈর্য ও সহনশীল হতে হয়। যে কোন জটিল পরিস্থিতি নেতাকে ধৈর্য, সাহস ও সহনশীলতার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হয়।

৯। **নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** একজন ভালো নেতা কখনো আংশিক জনগোষ্ঠীর হতে পারে না। তিনি সার্বজনীন নেতা। তাই তাকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের কাছে নিরপেক্ষ হিসাবে বিবেচিত হতে হবে।

১০। **দেশপ্রেম ঃ** একজন নেতাকে অবশ্যই দেশপ্রেমিক হতে হবে। দেশদ্রোহী কোন কর্মকান্ডের সাথে তিনি যেমন সম্পৃক্ত হবেন না, তেমনি তার অনুসারীদেরকেও এধরনের কর্মকান্ড থেকে বিরত রেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবেন।

১১। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ঃ নেতাকে অনেক সময় তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবেলার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এধরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারার সক্ষমতা জাতিকে সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

১২। ন্যায়পরায়ণতা ঃ নেতাকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তিনি হবেন ন্যায়-নীতির প্রতীক। সকল শ্রেণির মানুষের কাছে তিনি সমান গ্রহণযোগ্য হবেন। তিনি হবেন উন্নত সৎ চরিত্রের অধিকারী।

১৩। উদারতা ঃ নেতা হবেন উদার মনের অধিকারী। নেতাকে ব্যক্তি স্বার্থ পরিহার করে সর্বজনের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। নেতাকে সংকীর্ণতা, দীনতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ও হীনমন্যতা ত্যাগ করতে হবে।

১৪। প্রতিশ্রুতি রক্ষা ঃ নেতাকে অবশ্যই তার প্রদেয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের নিকট দায়বদ্ধ প্রতিশ্রুতি নেতাকে পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ নেতাকে তার কথা ও কাজের মিল রাখতে হবে।

১৫। আত্মবিশ্বাসী ঃ নেতার অন্যতম গুণ আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসহীন কোন নেতা জনগণের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই নেতাকে অবশ্যই কাজে-কর্মে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।

১৬। মিষ্টভাষী ঃ একজন ভালো নেতাকে রুঢ় আচরণ পরিত্যাগ করতে হবে। তাকে হতে হবে মিষ্টভাষী, সদালাপী, নিরহংকারী, সদাহাস্যোজ্জল এবং কঠোর পরিশ্রমী।

পরিশেষে বলা যায়, একটি ভালো রাষ্ট্রের জন্য একজন ভালো নেতা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক নেতৃত্ব থাকলে পিছিয়ে পড়া যে কোন দেশ ও জনগোষ্ঠী উন্নয়নের ধারায় অবতীর্ণ হতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	নেতৃত্বের দশটি গুণাবলি লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

নেতৃত্ব একটি বিশেষ গুণ। যে কেউ ইচ্ছা প্রকাশ করলেই নেতা হতে পারে না। নেতা হওয়ার জন্য কিছু গুনাবলি একান্ত প্রয়োজন। কিথ ডেভিস নেতৃত্বের কয়েকটি গুণের কথা বলেছেন। যথা– বুদ্ধিমত্তা, পরিপক্কতা ও উদারতা, অভ্যন্তরীণ প্রেষণা ও মানবিক দিক সম্পর্কিত ধারণা। নেতাকে অবশ্যই সৎ, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, জনদরদি, উদার, সংযম, নিষ্ঠাবান, দূরদৃষ্টি ও উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। "নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হল আত্মবিশ্বাস, সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা" উক্তিটি কে করেছেন?

(ক) অধ্যাপক মিসেলস (খ) বার্ট্রান্ড রাসেল
(গ) লাসওয়েল (ঘ) অ্যালান বল

২। 'নেতৃত্ব হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি, বিস্তৃত জ্ঞান, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা।' কে বলেছেন?

(ক) বার্ট্রান্ড রাসেল (খ) লর্ড ব্রাইস
(গ) অধ্যাপক মিশেলস (ঘ) জাঁ পল সাঁত্রে

৩। নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ–

(i) বুদ্ধিমত্তা (ii) শিক্ষা (iii) দূরদর্শিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৯ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব (Leadership in Establishing Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সুশাসন, রাজনৈতিক শিক্ষা, আইনের শাসন, সমন্বয় সাধন, জবাবদিহিতা।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব

সুশাসন এবং নেতৃত্ব বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় আলোচ্য বিষয়। সঠিক এবং কার্যকরী নেতৃত্ব থাকলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকগুলো পূর্বশর্তের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অন্যতম। নিম্নে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা আলোচনা করা হল–

১। **নীতি নির্ধারক ঃ** নেতার প্রথম ও প্রধান কাজ হল রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন করা। জনস্বার্থের অনুকূল, যুগোপযোগী রাষ্ট্রীয় নীতিমালা গ্রহণে নেতৃত্বের দক্ষতার সাথে সুশাসনের বিষয়টি গভীরভাবে জড়িত।

২। **জনমত গঠন ঃ** রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে নেতারা জনমত গঠন করেন। জনগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণ যাতে রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিতে হবে। সাধারণ নাগরিকেরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যদি অংশগ্রহণ করে তাহলে সে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। **রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঃ** একজন নেতা রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারে অনেক বড় ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্র, সমাজ, উন্নয়ন, পররাষ্ট্রনীতি থেকে শুরু করে অনেকগুলো বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়মিত বক্তব্য দিয়ে থাকেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রকম সভা-সমাবেশ, মিছিল, ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট, পোস্টার, শব্দযন্ত্র, র‍্যালি প্রভৃতির মাধ্যমে নেতারা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। এ ধরনের সকল কর্মকান্ড থেকে সাধারণ জনগণ অবিরাম রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে।

৪। **পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ** পরিকল্পনা প্রণয়ন নেতার একটি বিশেষ কাজ। সঠিক ও উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। সুষ্ঠু, উন্নত, কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর নেতার সাফল্য নির্ভর করে। নেতা যদি সর্বদা সংবিধানসম্মত পন্থা গ্রহণ করে তাহলে সে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

৫। **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঃ** রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়। রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল রাখার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয় নেতাদের। রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল হলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলে সুশাসন নিশ্চিত হয়।

৬। **ঐক্যমত ঃ** ঐক্যমত সৃষ্টি করা নেতার অন্যতম কাজ। নেতারা বিভিন্নভাবে জনগণের মধ্যে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে ঐক্যমত সৃষ্টি করেন। জনসমাজে ঐক্যমত্য থাকলে যে কোন দেশে সার্বিক উন্নয়নে প্রাণ আসে। যথাযথ উন্নয়ন হলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

৭। **গণতন্ত্র সুরক্ষা ঃ** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত হয়। গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখার দায়িত্ব নেতৃবৃন্দের হাতে। নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রকে সুরক্ষা দিলে সুশাসন সুরক্ষা পাবে। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সুশাসন বিদ্যমান।

৮। **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃবৃন্দকে ভূমিকা রাখতে হয়। একজন ভালো নেতা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকল উদ্যোগে নিজেকে শামিল করেন। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেলে সুশাসন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

৯। **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ঃ** স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন নেতৃবৃন্দ। সঠিক নেতৃত্বই প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

১০। **সমন্বয় সাধন ঃ** যোগ্য নেতৃত্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দল, সংগঠন, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করে থাকেন। এর ফলে দেশের উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও সুশাসন নিশ্চিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ শাসনকার্য পরিচালনার মূলে রয়েছে নেতৃত্ব। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা বেশি কেন?

সার-সংক্ষেপ

বর্তমান সময়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সুশাসন হচ্ছে অন্যতম প্রধান চাহিদা। সুশাসন ব্যতীত গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভবপর নয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক শাসন ব্যবস্থায় নেতা তাঁর কার্যাবলি গণতান্ত্রিকভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করতে পারে। দক্ষ ও সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নেতার প্রথম ও প্রধান কাজ কি?

(ক) সমন্বয় সাধন (খ) স্বচ্ছতা

(গ) নীতি নির্ধারণ (ঘ) পরিকল্পনা প্রণয়ন

২। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস কে?

(ক) রাজনৈতিক দল (খ) জনগণ

(গ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (ঘ) আমলা

৩। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব–

(i) নীতি নির্ধারণ করে (ii) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে (iii) জনমত গঠন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

'ক' একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জাতীয় নির্বাচনে কবির খান তার দলের পক্ষে কাজ করে। দলটি অন্যান্য দলের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে।

১। উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান?

(ক) একদলীয় (খ) দ্বি-দলীয়
(গ) নির্দলীয় (ঘ) বহুদলীয়

২। উদ্দীপকের কবির খান কী ধরনের দলের সদস্য?

(ক) চাপসৃষ্টিকারী দল (খ) আঞ্চলিক দল
(গ) রাজনৈতিক দল (ঘ) সাংস্কৃতিক দল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ৩নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

ড. সরোয়ার হোসেন একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিশেষ জ্ঞান, উচ্চতর শিক্ষা ও দক্ষতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অনেক সুখ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছেন। এই ধারাবাহিকতাতে তাঁর মধ্যে এক ধরনের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে।

৩। ড. সরোয়ার হোসেনের নেতৃত্ব কোন প্রকৃতির?

(ক) সম্মোহনী (খ) প্রশাসনিক
(গ) রাজনৈতিক (ঘ) বিশেষজ্ঞসুলভ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ৪নং ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। তিনি তার দল থেকে মনোনয়ন নিয়ে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান। দলের নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি তার অনুগত কর্মীদের দেশ-প্রেম ও জাতীয় স্বার্থে অনুপ্রাণিত হতে উদ্বুদ্ধ করেন।

৪। উদ্দীপকের উল্লেখিত দলটি কোন ধরনের–

(ক) চাপসৃষ্টিকারী দল (খ) রাজনৈতিক দল
(গ) উপদল (ঘ) স্বার্থান্বেষী দল

৫। উদ্দীপকের উল্লেখিত সংগঠনটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর মাধ্যমে–

(ক) ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষিত হয় (খ) বিদেশী স্বার্থ রক্ষা হয়
(গ) জনমত সংগঠিত হয় (ঘ) নির্বাচন ভন্ডুল হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আধুনিক যুগকে বলা হয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের যুগ। জনগণ ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এ জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে দলীয় সরকার ব্যবস্থাও বলা হয়। মিজানুর রহমান "ক" রাজনৈতিক দলের একজন নেতা। তিনি অত্যন্ত সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী, ত্যাগী ও দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে সবার কাছে সুপরিচিত। তিনি সব সময় তার নির্বাচনী এলাকার জনগণের পাশে থাকেন। জনগণও তাকে খুব পছন্দ করে এবং ভোট দিয়ে জয়ী করে। তিনি জনগণ ও সরকারের সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করেন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

(ক) নেতৃত্ব কী?
(খ) রাজনৈতিক দল কাকে বলে?
(গ) উদ্দীপকে মিজানুর রহমানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে একজন নেতার প্রয়োজনীয় গুণাবলি আলোচনা করুন।
(ঘ) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

২। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন। কিন্তু একক প্রচেষ্টায় যে তা সব সময় লাভ করা যায় না সে সম্পর্কেও তারা অবগত। ফলে প্রত্যেকেই তাদের নিজ-নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত হয় আবার কিছু সংগঠন গড়েও তোলেন। এর মধ্যে আবার কিছু সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য নির্বাচিত হয়ে জনকল্যাণ সাধন করা আর কিছু সংগঠনের লক্ষ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিল করা।

(ক) রাজনৈতিক দল সম্পর্কে এডমন্ড বার্কের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি তুলে ধরুন।

(খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়?

(গ) উদ্দীপকের আলোকে উল্লিখিত সংগঠনের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন সংগঠনের মিল আছে? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে রাজনৈতিক ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১। খ ২। খ ৩। গ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ ঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। খ ৫। গ